Samina Naaz

Department of History

Ramsaday College, Amta, Howrah

Semester--- 4

CC- 8

সপ্তদশ শতকের সংকট

শিল্প সংকট

সপ্তদশ শতকে শিল্পের সংকট ভয়াবহতম আকার নিয়েছিল ভূমধ্যসাগরীয় ইউরোপে। ইতালির বস্ত্র শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র ভেনিসে 1602 সালে মোট 28,729 টি পোশাক তৈরি করা হয়। 1645 তা 15,000 এর নিচে নামে এবং 1700 সালে তা 2000 এর কাছাকাছি চলে যায়।

ফ্লোরেন্স এ 1560-80 সালে গড় উৎপাদন 30,000 থেকে নেমে 1589-1600 সালে 13,500 এসে দাঁড়ায়।

মিলনএ পতন ছিল সব থেকে মারাত্মক ----- 1600 সালে প্রায় 60-70 কর্মশালাতে বার্ষিক প্রায় 15000 পোশাক তৈরি হতো।1709 সালে মাত্র একটি কর্মশালা অবশিষ্ঠ ছিল আর উৎপাদন নেমে দাঁড়ায় 1000 তে।

ইতালির বস্ত্রশিল্পের এই পতনশীলতার অন্যতম কারণ ষোড়শ শতকে 'নতুন কাপড়' এর আবির্ভাব। কার্সি জাতীয় মোটা পুরোনো কাপড় যেমন পশম, লিনেন এর মত পাতলা নতুন কাপড়ের অনুপাতে অনেক বেশি দামি ছিল।

ইতালির শিল্প এই 'নতুন কাপড়ের' চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি কারণ ইতালীয় শিল্পের নিয়ন্ত্রক গিল্ড সমূহ এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছিল। বিপুল করের বোঝা এবং তুলনামূলক ভাবে বেশি মজুরি দেবার দায়বদ্ধতা থাকার ফলে ইতালির গিল্ড কোনো ঝুঁকি নিতে নারাজ ছিল।

স্পেন এআভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক সমস্যা এবং রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে পশমের সরবরাহ কমতে থাকে।এতে স্পেনীয় পশমের ওপর নির্ভরশীল ইতালীয় পশম শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জার্মানির উত্তরাঞ্চলে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সোনা এবং তামার খনীগুলির উৎপাদন কমতে থাকায় অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়।

1625-1635 সাল ফরাসি বস্ত্র শিল্পের জগতে ছিল স্বর্ণ যুগের শীর্শবিন্দু।

মধ্য এবং পশ্চিম ইউরোপ এই সঙ্কটের মোকাবিলা করেছিল অনেক সাবলীল ভাবে। গ্রামাঞ্চলে এই আর্থিক সমস্যাগুলি দেখা দেয়, তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে গ্রামবাসীরা একাধিক পন্থা অবলম্বন করে। ষোড়শ সতকে শস্য মূল্য যখন নিয়মিত বাড়তে থাকত তখন ছোট এবং প্রান্তিক কৃষক তাতে লাভবান হলেও Marketable Surplus বেশি হবার সুবাদে, বড় চাষি এবং ভূস্বামীরাই বেশি অর্থ সঞ্চয় করতে পারত। সপ্তদশ শতকে শস্য মূল্যহ্রাস পেলে প্রান্তিক এবং ছোট চাষি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং আর্থিক সমস্যা দূর করতে তারা হয় জমির অংশ বিক্রি করে দেয় নয় বিকল্প জীবিকার সন্ধান করতে থাকে, অথবা দুটোই। গ্রামাঞ্চলে হস্ত এবং কুটির শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

ক্ষয়িষ্ণু নগর ভিত্তিক শিল্প পণ্যসামগ্রী আগের মত সহজে যোগান দিতে ব্যর্থ হলে সুদূর বাণিজ্যের চাহিদা গ্রামীণ এলাকায় বিকল্প শিল্প উদ্যোগ গড়ে উঠতে সাহায্য করে। গ্রামকেন্দ্রিক এই শিল্প ব্যবস্থাকে সাধারণত 'আদি-শিল্প' বা Proto-industry বলা হয়।

'আদি শিল্পায়ন' গ্রামীন শিল্পকে শহরের এবং দূরের বাজারে পৌছে দিয়ে গ্রাম এবং শহরের পরস্পর নির্ভর্শীলতাকে ব্যবহার করে অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে সফল হয়। 'আদি শিল্প' সাধারণত দুভাবে দেখা দিতে পারত:

1. গ্রামবাসীরা তাদের নিজস্ব সাধন ব্যবহার করে শিল্প পণ্য তৈরি করে কিছু অর্থের বিনিময়ে বণিকের হাতে তুলে দিত যা বনিকেরা দূরের বাজারে নিয়ে বিক্রি করত। কোনো বিশেষ পন্য প্রস্তুত করতে বাড়তি লগ্নির প্রয়োজন হলে বণিকের থেকে ঋন নিতে হত, বিনিময়ে

বেচার সময় সেই পন্য কেনার প্রথম অধিকার হত লগ্নিকারীর। সরাসরি উৎপাদক এর কাছ থেকে পন্য সামগ্রী কেনার এই দুই ব্যবস্থাকে বলা হত kauf system.

2. দ্বিতীয় প্রক্রিয়াতে বনিক নিজে কাঁচামাল এবং উৎপাদনের সাধন যোগান দিত। গ্রামীন কারিগর সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে পন্য প্রস্তুত করে তা লগ্নিকারীর হাতে তুলে দিত। এই ব্যবস্থাকে 'putting out system' বা 'verlag system'.

আদি শিল্পের চালিকা শক্তি ছিল পূঁজিপতি বনিক শ্রেণী এবং এদের সুবাদে সপ্তদশ শতাব্দীকে বলা হয় 'বাণিজ্যিক পূঁজির যুগ'।

ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডের রপ্তানি বাণিজ্য ছিল পশমের ব্রড ক্লথ নির্ভর যা সপ্তদশ শতকে পশমের সরবরাহ ব্যাহত হলে ইংল্যান্ডের বস্ত্র শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ক্ষয়িষ্ণু এই শিল্পী প্রাণ সঞ্চার করেছিলো আদি শিল্প ব্যাবস্থা। ইংল্যান্ডে নতুন কাপড় ডাচ তাঁতিরা তৈরি করত। এই কাপড় বোনের পদ্ধতি তরান্বিত করার উদ্দেশ্যে William Knee, knitting frame আবিষ্কার করেন 1596 সালে। গিল্ড সমূহ এর বিরোধিতা করে, কিন্তু তাও ইংল্যান্ড ইউরোপীয় বস্ত্রশিল্পের রপ্তানি বাণিজ্যে বৃহত্তম শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।